যুগান্তর

বাড়তি ফি আদায়

অভিযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিন

প্রকাশ : ১০ নভেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর ডেস্ক

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য নির্ধারিত অঙ্কের ফি'র অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। প্রতি বছরই এ অপকর্মটি করে থাকেন কিছু দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ঘটছে একই ধরনের দুর্নীতি। তবে এবার দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিষয়টিতে নড়েচড়ে বসেছে। দুদক কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগ কেন্দ্র ১০৬-এ এবং ই-মেইলের মাধ্যমে

অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা করলে তাদের কাছে প্রচুর অভিযোগ আসা শুরু হয়। অভিযোগগুলোয় বলা হয়েছে, এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য যেখানে নির্ধারণ করা হয়েছে দেড় হাজার টাকা, সেখানে কোনো কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ নিচ্ছে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, এমন ছাত্রছাত্রীদেরও ফরম পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে। অবস্থা এতটাই উদ্বেগজনক যে, অতিরিক্ত ফি নেয়া বন্ধ করতে সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি দিয়েছে দুদক।

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের ক্ষেত্রে স্কুলগুলোয় যা চলছে, তা ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করি আমরা। এ দুর্নীতি সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। শুধু তাই নয়, অসচ্ছল পরিবারগুলোর ওপর অন্যায়ভাবে বাড়তি চাপ সৃষ্টির যে অপতৎপরতা, তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। দেশে এমনও পরিবার রয়েছে, যাদের পক্ষে সন্তানের এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ দেড় হাজার টাকা জোগাড় করাই কষ্টকর।

এ বাস্তবতায় তাদের ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা প্রদানে বাধ্য করা যে কত যন্ত্রণাদায়ক তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুত, দুর্নীতি এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে এবং এই ব্যাধি শিক্ষকতার মতো মহৎ পেশায় যারা নিয়োজিত, তাদের পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না। আমরা মনে করি, অসৎ শিক্ষকদের এ অপকর্ম রোধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এরই মধ্যে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম অনুসন্ধান করে ঘটনার সত্যতা পেয়েছে।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক স্বীকারও করেছেন ঘটনার সত্যতা। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কোনো ধরনের দ্বিধাগ্রস্ততায় ভোগা উচিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, দুদক অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধে সরকারের প্রতি যে চিঠি দিয়েছে, সেটারও যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত। সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় অচিরেই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।